ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫

১০ ডিসেম্বর ভ্যাট দিবস ▪ ১০-১৫ ডিসেম্বর ভ্যাট সপ্তাহ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমন্বিত নিবন্ধন দিবস
১০ ডিসেম্বর
ভ্যাট দিবস
২০২৫
১০-১৫ ডিসেম্বর
ভ্যাট সপ্তাহ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সঠিকভাবে ভ্যাট দিন

বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রকাশনায়: ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
১০ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর 'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষে সম্মানিত ব্যবসায়ী, ভোক্তা, সর্বস্তরের রাজস্বকর্মী এবং ভ্যাট আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ভ্যাট। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে গুরুত্বের ও টেকসই করার স্বার্থে, সার্বিক ও জবাবদিহিমূলক ভ্যাট ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। সুষ্ঠুভাবে অর্থনৈতিক মূল অনুঘটকের ভিত্তি গড়ি পরিচালনার জন্যপ্রয়োজন সর্বোচ্চ ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা। ভ্যাট দিবস সেই লক্ষ্যেরই অংশ সুস্পষ্ট করে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি সুবিধাভুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক এবং জনগণের আস্থায় সমৃদ্ধ রাষ্ট্রীয় আর্থিক কাঠামো গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনায় একটি প্রযুক্তিনির্ভর, ঝুঁকিভিত্তিক ভ্যাট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়তে চাই, যেখানে অর্থনৈতিক লেনদেন হবে স্বচ্ছ, ব্যবসায়িক পরিবেশ হবে ব্যবসাবান্ধব এবং রাষ্ট্রীয় সেবা হবে ন্যায়সঙ্গত ও সর্বজনীন।

ভ্যাট আদায় করি, সুষ্ঠুভাবে ব্যবসাকে উৎসাহিত করণের মাধ্যম করে এমন একটি স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যেন জনগণ সুশৃঙ্খলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের পরিশ্রমের অর্থ প্রকৃত জাতীয় কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। জনগণের অর্থ জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে- এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠাই বর্তমানে আমাদের এই কর্মযজ্ঞের প্রধান।

ভ্যাট দিবস উপলক্ষে আমি একটি ন্যায়ভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থা গঠনের জাতীয় প্রয়াসে সর্বস্তরের সক্রিয়তার আশা নিয়ে উদাত্ত আহ্বান জানাই।

'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' সুন্দর ও সার্থক হোক এ কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
১০ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন ও লেনদেনকারী আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজস্বনীতির সুদূরপ্রসারী অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জনগণের ও উন্নয়ন অভিযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একটি টেকসইনীয়, জবাবদিহিমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর সুষ্ঠু ভ্যাট ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

আমাদের অর্থনীতি বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিবর্তন ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক পরিশীলতা- সবমিলিয়ে রাজস্ব ব্যবস্থাকে নতুন এক কাঠামোর দিকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ভ্যাট, শুল্ক এবং আয়কর সহায়ক ভ্যাট নীতি সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি, উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলার জন্য অপরিহার্য।

ব্যবসায়ীদের প্রতি দেশের মহানাগরিকগণ রাজস্ব প্রশাসন এবং অন্যান্যপ্রতিনিধির কর ব্যবস্থার বিকাশ একটি উন্নত রাজস্ব সংস্কৃতির জন্মনিয়ামক উপাদান। ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ দেশের অর্থনীতির প্রাণ প্রতিনিধিত্বশীল। ভ্যাট ব্যবস্থার সম্মান বজায়ের ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল ব্যবস্থার রূপান্তর এবং ব্যবসায়সহজের সম্মতিতা বৃদ্ধিতে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। অনলাইন রিটার্ন, ই-পেমেন্ট/পিএ, বিল সংগ্রহের অভিযোগ এবং অন্য সমস্যার মতো আধুনিক রাজস্ব সংগ্রহকে রাজস্ব সংগ্রহকে কার্যকর করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সহজ ও সাহায্যকর পরিবেশ তৈরি করবে।

ভ্যাট আপনারই, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি দক্ষ, আধুনিক ও স্বচ্ছ ভ্যাট ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যবসায়িক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। 'সমন্বয়ে নিবন্ধন দিন, সঠিকভাবে ভ্যাট দিন' এই প্রতিপাদ্য ধারণ করে এ বছরের 'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৫' সফল হবে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা আরও শক্তিশালী হবে বলে আমি আশা করছি।

মোঃ আবদুর রহমান খান, এনডিসি/এপিএ

আধুনিক রাজস্ব প্রশাসনের দিকে অগ্রযাত্রা

০১. ভূমিকা

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট বা মূসক) বাংলাদেশে প্রচলিত কর ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর খাত। অন্যান্য উন্নয়ন খাতা এবং একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে একটি শক্তিশালী এবং কর ভ্যাট ব্যবস্থা অপরিহার্য। ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম, ইলেকট্রনিক বিলবহন ডিজাইন (ই-মনিটর), ভ্যাট পার্ট রাজস্ব এবং অন্যান্য আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ডিজিটাল পদ্ধতিগুলো কর প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করে তুলছে, যার মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি হ্রাস পাচ্ছে এবং রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০২. ভ্যাট নিবন্ধনের পটভূমি

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ গত ১ জুলাই, ১৯৯১ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পূর্তীত হয়েছিল এবং ১০ জুলাই, ১৯৯১ তারিখ হতে তা কার্যকর হয়। অর্থাৎ ১০ জুলাই, ১৯৯১ তারিখে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর প্রবর্তিত হয়। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের ৫ বৎসরের মধ্যে ২০১১ সাল থেকে ১০ জুলাইকে মূসক দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে নূতন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১৫ কার্যকরণ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। ভ্যাট ও সিগারেট সম্মতি করে প্রবর্তনের ২০১৯ সাল থেকে ১০ ডিসেম্বর "ভ্যাট দিবস" এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর "ভ্যাট সপ্তাহ" উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

০৩. ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহের প্রতিপাদ্য

ভ্যাট দিবস উদ্‌যাপনের শুরু হয়েছে প্রতিবছর একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেছিল করণ করা হয়। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো:

"সমন্বয়ে নিবন্ধন দিন, সঠিকভাবে ভ্যাট দিন"

এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ভ্যাট দিবস পালিত হচ্ছে। করদাতা উন্নয়নমূলক লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং আওয়াজুক ভ্যাট অফিসসমূহে অভিনব প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত করার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষিতে ভ্যাট নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে হিসেবে নিবন্ধনকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বল্প করদাতা দেশ, বাংলা ভক্ত করার পরম্পরী ভ্যাট নিবন্ধন করা তবু অর্থনৈতিক বাস্তবতাকরণ নয়, বরং এটি আমাদের সরকার ও নাগরিকদের প্রতীক। সমন্বয়ের নিবন্ধন গ্রহণ করার বাসনা হয় স্বচ্ছ, প্রয়োজন আস্থা গড়ে এবং প্রতিষ্ঠানে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতিতে। প্রকৃত কর সংগ্রহ নির্দেশ, শিক্ষা, বিনোদনা, স্বাস্থ্যসেবা বা প্রযুক্তি উন্নয়ন। ভ্যাট কর্মির কাজের শুধু অর্থনৈতিক প্রণ কর্মি না, বরং নিজেদের জনিগণ উন্নয়নেরও সাধারণ করি। তাই দেশের উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণই এই প্রোগ্রামের মূল উপজীব্য।

০৪. বিগত পাঁচ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের গতি-প্রকৃতি

পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পাশে প্রায় দিনিয়ে রাজস্ব কাঠামোর গতি প্রবাহ কাজের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অন্যান্যনৈতিক ভ্যাট ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিজস্ব গতি বজায় গড়ে ২০ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জাতীয় রাজস্ব লেনদেন গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি।

কিন্তু উল্লেখিত নিবন্ধনি থেকে এটা পরিষ্কার যে, জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি এখন পর্যন্ত সরকারি রাজস্বের একক বৃহত্তম উৎস।

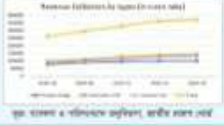

সূত্র: বাজেট ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

০৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতীয় অবদান

মূল্য সংযোজন কর খাত হচ্ছে প্রধান রাজস্ব সংগ্রহের কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সামাজিকসেবা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জাতীয় কল্প পরিকল্পনার মতো নিবিড় সামাজিক পরিসেবা ও বিনিয়োগে সাফল্যের হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সর্বশেষ আর্থিক প্রকাশের মাধ্যে জাতী এর অবদান নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

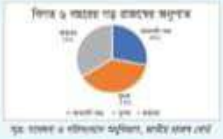

সূত্র: বাজেট ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- **রাজস্বের মূল প্রতিপালক:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সর্বশেষ সাংগঠনিক যেটি কর রাজস্বের ৯৯ শতাংশের বেশি জাতীয় জাতি হচ্ছে বাজারবিভাগের সংগঠিত হয়। সরকারের বার্ষিক বাজেটে, প্রধান কর্মকাজের প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে অর্থায়নের জন্য জাতী সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ।
- **নির্ভরযোগ্য আয়ের উৎস:** জাতী যেহেতু রাজস্ব-নির্ভরিক যেকোনো সেবাদাতা অর্থনৈতিক অভিজ্ঞিশীলতা বা কার্যকারিতা সংগঠনের সমান্তর সরকারি রাজস্বের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কাজ করে।
- **আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন ত্বরণ:** মূল্য সংযোজন কর শুধু সরকারের জন্য নির্ভরযোগ্য রাজস্বের উৎসই নয়, বরং তা আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন ত্বরণের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করে।
- **দ্বিপাক্ষিক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণয়ন:** মূল্য সংযোজন কর শুধু প্রধান একটি পরামর্শ কর, যা বৃত্তাকার পর্যায়ে ভোক্তা কর্তৃক পরিশোধিত হয়। উন্নয়নশীল ও সরকারের প্রতিটি পর্যায়ে মূল্য সংযোজনের উপর মূসক কার্যকরণের ব্যবস্থা সরকারের ব্যয়ভারের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হয়, যা দ্বিপাক্ষিক রাজস্ব ব্যবস্থাকে প্রণয়ন উন্নয়নমূলক প্রণয়ন উন্নয়নমূলক করে।

০৬. জাতী ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগ

রাজস্ব ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ব্যবসায় বিস্তার, ব্যবসায় গতি প্রকৃতি পরিবর্তন, অর্থনৈতিকবিধি ব্যবসায় বিস্তৃতি জন্য বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সাথে সরকার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়মাবলী ব্যবস্থা আধুনিক এবং ডিজিটালাইজ করার লক্ষ্যে নিম্নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

(১) **জাতী অনলাইন সিস্টেম:** জাতী অনলাইন সিস্টেম একটি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম যেখানে করদাতা ও কর কর্মকর্তার জন্য রাজস্বের সকল প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করা হয়েছে। করদাতাগণ বর্তমানে যে সকল কাজ অনলাইনে করতে পারেন তা নিম্নরূপ:

- **অনলাইন নিবন্ধন:** জাতী নিবন্ধন বা ইনিবন্ধন কর অভিজ্ঞতাভিত্তিক জন্য অনলাইনে আবেদন করে সংশ্লিষ্ট ৫ দিনের মধ্যে অনলাইন নিবন্ধনপত্র পাওয়া যায়। জাতী অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে ৫৮ লাখেরও, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৬,৪০,৪৪৩টি মূসক নিবন্ধন ও ২,১৬৫টি ইনিবন্ধন কর অভিজ্ঞতাভিত্তি ইস্যু করা হয়েছে। বর্তমানে করদাতা দেশের অনলাইন নিবন্ধন প্রদান করা হয়। জাতী অনলাইন সিস্টেমের এটি একটি মাইলস্টোন অর্জন।
- **অনলাইন রিটার্ন দাখিল:** ২০১৯ সালের ১ জুলাই মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হয়। সেই সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইনে জাতী রিটার্ন দাখিল করতে পারেন, যা করদাতা সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- **ই-বিলিং:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইনে জাতী বিলবহ আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সরাসরি করদাতার সাথে যোগাযোগ অনলাইনে জাতী বিলবহ পাওয়া অনলাইনে জাতী বিলবহ ব্যবস্থা চালু পারেছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিবন্ধন জাতী ব্যবস্থাপনার সাথে অর্থ বিভাগের (BAS++ এর আন্তঃসংযোগ) স্বয়ংক্রিয় করদাতার প্রদান জাতী বিলবহে অর্থ BEFTN (Bangladesh Electronic Fund Transfer Network) এর মাধ্যমে সরাসরি করদাতাগণের নিজস্বিত্ব ব্যাংক একাউন্টেই স্থানান্তর করা যাচ্ছে।
- **ই-সমন্বয়:** ই-সমন্বয় ব্যবস্থার মাধ্যমে করদাতাগণ অনলাইনে কাজের উপযোগিতার পাশের উপযোগ-উপযোগ সমূহ মূসক-৬.৩ করদাতা অনলাইনে দাখিল করতে পারেন। এ জন্য তাদের আর জাতী অফিসে যেতে হয় না।
- **ই-জাতী:** মূসক ব্যবস্থায় জাতীর বা নিবিদা সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এমন পর্যায় জাতিতে জন্য প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, জাতী পরিচালনা এবং সৃষ্টি বাজেট আদায় প্রক্রিয়া সরাসরি পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়। তাদে এক্ষেত্রে ব্যাংক সমন্বয় আসতে না। সে প্রেক্ষাপটে জাতী অনলাইন সিস্টেমে জাতী প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত কার্যক্রম চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে জাতিতে জন্য প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের কাজটি পীলট হাতে করা যাচ্ছে। পরিচালক জাতী কার্যক্রম পরিচালনা ও সৃষ্টি বাজেট আদায়ের জন্য সাফল্যজনক হবে।
- (২) **রাজস্ব পরিমানবাস্তব পরিকল্পনা প্রবর্তন:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিজস্ব এক বছর ভাবে রাজস্ব নিয়োগীয় সিস্টেমে পরিবর্তন করেছে। জাতীয় সকল কর ব্যবস্থায় BAS++ এর মধ্যে সকল সরকার রাজস্ব আদায়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত করেছে। কারণ ইতোপূর্বে অর্থ বিভাগের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব পরিমানবাস্তব যে পার্থক্য হচ্ছে তার নিষ্পত্তি হচ্ছেনা।
- (৩) **অনলাইন পেমেন্ট:** জাতীর সকল জাতী এবং অনলাইনে পরিশোধিত হয়। অধিকাংশ ই-প্রদান সিস্টেম সকল অফিসগুলোতে ব্যবহারিত হচ্ছে। জাতী অনলাইন সিস্টেমের সাথে এ-প্রদান সিস্টেমের সকল আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয় পরিশোধ পদ্ধতি জাতী ও ভুলিয়ে হচ্ছে।
- (৪) **জাতী স্মার্ট চালান:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত কয়েক বছর যাবত বুয়েট কারকারের চালান ব্যবস্থাপনার জন্য ইলেকট্রনিক বিলবহান ডিজাইন (EFD) এবং বিক্রয় জন্য নিবন্ধন (JDC) প্রেশি স্থাপন করছে। বর্তমানে অফিসগুলো প্রেশির সিস্টেমের ইন্টারনেট ছাড়া তা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা যায় (প্রেশি। খুচরা পর্যায়ের ব্যবসায়ীপণ্যকে আরো সহজ পদ্ধতিতে বিলবহান ও কর পরিশোধের ব্যবস্থা কর করার জন্য বর্তমানে অনলাইন/অ্যাপভিত্তিক (Mobile Key Infrastructure) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- (৫) **ইন্টারনেটভিত্তিক সাফল্যিক প্রটোকল (ভেলকুম, ওশন, এটিটি প্রটোকল, ইত্যাদি) থেকে জাতী আদায়:** ইন্টারনেটভিত্তিক সাফল্যিক প্রটোকল (ভেলকুম, ওশন, এটিটি প্রটোকল, ইত্যাদি) থেকে জাতী সংগ্রহের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরিজ্ঞা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভেলকুম, ওশন, ইয়ুজ, সেলিব্রিজ, ইন্টারনেট, আমাজন, টিকটক, ইত্যাদি মাধ্যম অন্যান্যদি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজ্ঞাপন, ভোগেটার বিক্রি, সার্ভিসের বিনিময় বজার প্রভাবে দেশেরা থেকে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে একটি নিয়োগ করে যাচ্ছে। উক্ত অনলাইনে এক্সেলিংগ প্রতিষ্ঠানে ও সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নির্বাচিত অফিসগুলোতে মূসক প্রদানসমূহ রিটার্ন দাখিল করে যাচ্ছে।

০৭. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সংস্কার উদ্যোগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জাতী আদায় সংশ্লিষ্ট রাজস্বসমূহ ভোক্তাদেরকে বিভিন্ন সাহায্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **Mid and Longterm Revenue Strategy (MLTRS):** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্তমান কর কাঠামোর পুনর্গঠনকালের পদ্ধতিগুলোকে ভোক্তাদেরকে করার জন্য জাতীয় দেশের মৌলিকবাণী রাজস্ব কৌশল (MLTRS) তৈরিকি করেছে। দেশেরা মূল উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছে। এ জন্য সাংগঠনিক সংস্কার, অর্থনৈতিকের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মকর্মচারির সংস্কার কল্প তৈরি করেছে। নতুন পদ্ধতিতে কাজের ব্যবস্থার জন্য কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- **আইনি কাঠামো সংস্কার:** ২০১২ সালের মূল আইনের একক-হার কাঠামোর বিষয়কারা পুনরুজ্জায়ের লক্ষ্যে সরকার সাথে সাথে বিশেষজ্ঞ প্রস্তাবসমূহ এবং অন্যান্য সাধারণ আন্তর্জাতিকতার সংশোধন করে নিয়মের ব্যবস্থাকে সংস্কার করে একক অনার্থ হারের কাঠামোর্ভুক্ত দেশে হয়েছে। পর্যায়ক্রমে নিয়মের ব্যবস্থাকে যাদ দিয়ে দশ শেষের প্রোডাক্টভিত্তিক একক হার চালু করা হবে।

(২) **VAT Expenditure (VATE) Analysis Report:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রাথমিকভাবে ভ্যাটে পদ্ধতিগত মূল্য সংযোজন কর ব্যয় বিশ্লেষণ (VAT Expenditure Analysis Report), যা বিভিন্ন জাতী করছাড়ের এবং প্রাপ্তবৃত্ত হারের কারণে হারানো রাজস্ব (Forgone Revenue) পরিমাণ নির্ধারণ করেছে।

এই রিপোর্টে মূল্যবিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, VATE নীতি অনলাইনে মূল্যিকরণকরণ (Rationalized) করলে হবে। এতে করে অন্তঃস্থাপিত সম্পদ সংগ্রহ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে। অধিকন্তু, পণ্যসেবাসমূহ বাহিরেকে যেসকল জাতী রাজ্য (VAT Exemption) প্রদান করা হয়েছে, তা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তা পর্যালোচনার সুপারিশ করেছে। অন্যান্যবিভাগে পরিপূর্ণভাবে মূল্যায়ন করে অনলিমিটেড অন্যান্যবিভাগে কর করা হলে তা দেশের কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে বলে আশা করা যায়।

(৩) **Compliance Improvement Plan (CIP):** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জাতী ব্যবস্থায় স্বপ্রণিবেদন (Self-compliance) বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ইন্টারনেট ইন্টারফেস প্রদান (ডিজিটাল) তৈরি করেছে, যা পুরো গুরুত্বপূর্ণ খাতে জাতী এবং সম্পূরক শুল্ক (এসডি) আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌশল (Strategy) নিয়ে আলোচনা করে। এই পরিকল্পনাটির উল্লেখ করা হয়েছে:

- **বিস্তারিত-১:** ভ্যাটের উপলব্ধি বাড়ানোর লক্ষ্যে করে প্রচুর করা এ পরিজ্ঞানভিত্তিক কাটের গাছগাছা, বীমাকারক আন্দোলন পর্যালোচনা এবং সরকারের প্রক্রিয়ার সংশোধিত এবং যাদের ১.৫ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে তার আশা করা হয়।
- **বিস্তারিত-২:** প্রকল্প বর্তমানে ই-ভ্যাটার্স বাড়ানো একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে চিহ্নিত করে, যেখানে রাজস্ব হারের অধিকাংশ কর্মকর্তাগণ নিজেরাও জাতী আদায় করতে পারেন তার আশা করা হচ্ছে। এ পরিকল্পনার সফল হলে বাংলা এবং কুয়িজার পরিবেশের মধ্যে উন্নয়নমানের কাজ যেতে কাজ অনেক করে অনলাইন কাজগুলির নিজস্ব ব্যবস্থাপনার করা এবং প্রথম অর্থবছরে শেষে উক্ত খাতে মূসক/রাজস্ব আদায় ৫৭ কোটি টাকার উন্নীত হচ্ছে করা।
- (৪) **Tax Administration Diagnostic Tool (TADAT) প্রবর্তনের:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সাম্প্রতিক পদ্ধতি তার প্রশাসনিক কাজের ও রাজস্ব উপযোগশীলতা পরামর্শের জন্য নিজস্ব মূল্যায়ন (TADAT) তৈরি করেছে। এখন হচ্ছে নিয়মিতভাবে উক্ত টুল ব্যবহার করে রাজস্ব প্রশাসনের কাজের কার্যকারিতা করা হচ্ছে, যা রাজস্ব নীতি নির্ধারণ ও প্রক্রিয়াকরণ সহায়তা করবে।
- (৫) **Strengthening Domestic Revenue Management Project (SDRMP) শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়ন:** বিশ্বব্যাংকের কর সহায়তায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক উন্নয়নের প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৮২ মিলিয়ন ডলার। এ প্রকল্পের আওতায় বিভাগের প্রধানে ডি-ইজিনিয়ারিং, কর প্রশাসনের ডিজিটালাইজেশন, কর কাজ সহায়ক ও কর নিয়ন্ত্রণমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। প্রকল্পটিতে জাতী কম্পনির রাজস্ব পূর্বাভাস (Revenue Forecast), কর খাতের, কর ব্যয় (Tax Expenditure) ও কর পরিপালন (Tax Compliance) সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ প্রকল্পটি ২০২৫ সালের ১৫ জুন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
- (৬) **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (RMS) তৈরি করা:** কাস্টমসের অর্থনৈতিকের পাঁচ বছরের প্রণয়ন বাংলাদেশে বাংলাদেশের কাস্টমসের ব্যবসায়ের ঝুঁকি বেড়েছে। এ অবস্থায় নীতিমত জাতীয় এবং পরিপালিকার কাজে বাণিজ্যে সংগঠিত রাজস্ব আদায় করতে হলে ঝুঁকিভিত্তি এবং ঝুঁকিবিহীন নির্বাচন করা প্রয়োজন। যার জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ঝুঁকিভিত্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কর্মসম্পর্কেই তৈরি করে জনগণ নিয়োগ দিয়েছে। দেশেরা কাস্টমস ও জাতী প্রশাসনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সফটওয়্যার ও অন্যান্য প্রক্রিয়া বিভিন্ন কাজ শুরু হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলে নতুন আধুনিক কর-প্রশাসনের যাত্রা শুরু হবে।
- (৭) **ই-ইনভয়সিং প্রবর্তন:** জাতী ব্যবস্থায় ইনভয়সিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমি। ইনভয়সের মা চালান এর মাধ্যমে সরকারি দেনাদারের রাজস্ব আদায়ের নিয়মটি নির্দিষ্ট করা হয়। এছাড়া দেশে পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের জন্য প্রদান হচ্ছে অডিটকারক দলিল। ইনভয়সিং পদ্ধতি যদি অনলাইনে করা যায় তাহলে মূসক কর্তিকে হার কাজকারদের জেন করা সম্ভব হবে এবং প্রতিষ্ঠানের পাস্তাই প্রেশি পরিকল্পনে দলিল করা যাবে। জাতী ব্যবস্থায়নে, বিশেষ করে কয়েকটাকে ঝুঁকি এবং কার্যিকারি রোকাচোরাদের এর কর্তৃক জাতীয়তি।
- (৮) **জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাজকাঠামো ভাঁজ পরিচালন কর্মসম্পাদন পদ্ধতি:** গত ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ অর্থিক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাজাজিক, এজাইজ ও জাতী অনুবিভাগের প্রশাসনিক সংস্থার, মূল্যবোধ ও কাজাজাজ বিষয়ক সভাগুলি অনেক জাতি হয়েছে। উক্ত অনেক অনুযায়ী, বিভাগের অধিনের কর্মচারী একটি কাজাজিক, এজাইজ ও জাতী কমিশনারেট, এটি কাজাজিক হয়েছে, ৫টি বিশেষজ্ঞের সভার এবং রাজস্ব খাতে তিন কর্মকর্তা নিয়ে ৩,৫৯৩টি কর্মের পদ কর্মকারের মধ্যে জাতী পর্যায়ের বিভিন্ন সভার মুলনীতি ও কাজাজাজ করা হয়েছে।
- (৯) **রাজস্ব নীতি বিভাগ (RPD) এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ (RMD) নামে দুইটি পৃথক বিভাগ গঠন করা:** দেশের রাজস্বের ব্